গাংনীতে গণপিটুনিতে চোর চক্রের এক সদস্যের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে ট্রাকের টায়ার চুরি করতে এসে গণপিটুনিতে অজ্ঞাত এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ জুন) ভোরে উপজেলার বামন্দী জামান ফিলিং স্টেশনের সামনে অবস্থিত খোকনের টায়ারের দোকানে এ ঘটনা ঘটে।

টায়ার ব্যবসায়ী তুষার আহমেদ জানান, ভোরের দিকে ৪ থেকে ৫ জনের একটি চোর চক্র তার দোকানের তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে টায়ার চুরির চেষ্টা করে। পাশের কক্ষ থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে বিষয়টি দেখতে পেয়ে তিনি দ্রুত দোকানে যান।

তিনি বলেন, “দোকানে গিয়ে চোর চক্রের এক সদস্যকে পেছন থেকে ধরে ফেলি এবং চিৎকার শুরু করি। আমার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এ সময় চক্রের অন্য সদস্যরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপে উঠে পালিয়ে যায়। তবে আটক যুবকটি পালাতে ব্যর্থ হয়।”

তিনি আরও জানান, পরে স্থানীয় লোকজন ওই যুবককে মারধর করে। একপর্যায়ে সে গুরুতর আহত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।”

গাংনীতে নিখোঁজের ৩৮ বছর পর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

৩৮ বছর আগে নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের লোকজন সব জায়গায় খোঁজ করেও তার কোনো সন্ধান পাননি। তাকে খুঁজতে খুঁজতে তার মা ও দাদি দুজনেই মারা গেছেন। তার ছেলে এখন বিদেশে থাকে। হঠাৎ আজ জবেদ আলী পরিবারের কাছে ফিরে এসেছেন। তাকে দেখতে গ্রামের মানুষ ভিড় করছেন।”

গাংনীতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ধানক্ষেতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শহিদুল ইসলাম (৬০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (৩১ মে) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার মড়কা বাজার সংলগ্ন মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শহিদুল ইসলাম উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামের মৃত শাহাদাত মণ্ডলের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মড়কা বাজারে শহিদুল ইসলামের একটি ধানের মিল রয়েছে। পাশাপাশি তিনি নিকটবর্তী মাঠে ধান চাষ করতেন। সকালে ধানক্ষেতে সেচ দেওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর চালু করতে গেলে অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে গুরুতর আহত হন।

ঘটনাটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা কামরুল ইসলাম জানান, মোটর চালুর সময় শহিদুল ইসলাম বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাঠে লুটিয়ে পড়েন। পরে আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাটি নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে।

গাংনীতে শয়ন কক্ষ থেকে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামে নিজ শয়ন কক্ষ থেকে গৃহবধু শিমা খাতুন (২৫) নামের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের লোকজন।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শনিবার (২৩মে) গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি কাজি পাড়ার হযরত আলীর বাড়িতে।

নিহত শিমা খাতুন হযরত আলীর মেয়ে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে,শিমা খাতুন ও তার স্বামী জিনারুল ইসলাম দুজনেই করমদি গ্রামে শিমার বাবার বাড়িতে বসবাস করতেন।

গতকাল রাতে এক সাথে খাওয়া দাওয়া শেষে শোবার ঘরে চলে যায় তারা। হঠাৎ ভোরের দিকে শিমা খাতুন কে ঘরের আড়ার সাথে ঝুঁলন্ত অবস্থায় দেখে স্বামী জিনারুল চিৎকার করে ওঠে। চিৎকার শুনে শিমার পরিবারের লোকজন ঘরে মধ্যে ঢুকে শিমার ঝুঁলন্ত মরদেহটি উদ্ধার করে।

প্রতিবেশি মর্জিনা খাতুন বলেন,শিমা ও তার স্বামী জিনারুলের হেব্বি মিল। তবে শিমা আমাকে মাঝে মধ্যেই বলতো চাচি আমার রাতে ঘুম আসতে চাই না। তাই আমাকে মাঝে মধ্যেই ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে হয়। তাছাড়া শিমা খাতুনের আগের পক্ষের একটা মেয়ে আছে।

জিনারুলের সাথে শিমার বিয়ে হওয়ার আগেও শিমার আরো তিন জাইগাতে বিয়ে হয়েছিল।

নিহত শিমা খাতুনের মা হানুফা খাতুন বলেন, আমার মেয়ে জামাই ঘরে থাকে। আর আমি আমার নাতনিকে নিয়ে পাশের ঘরে থাকি।

শিমার ঘরের দরজা রাতে খোলাই থাকে। আজ ভোরে জিনারুলের চিৎকার শুনে ঘর থেকে বের হয়ে দেখি আমার শিমা ঘরের আড়ার সাথে ঝুলছে। পরে আমরা আড়া থেকে শিমাকে নামাই। আমার সব শেষ হয়ে গেলো।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এ এস আই মাজহারুল ইসলাম বলেন, করমদি গ্রামে শিমা খাতুন নামের এক গৃহবধুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের লোকজন। সংবাদ পেয়ে থানা থেকে পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌছেছে।

হতাশা আর দুশ্চিন্তায় স্বজনরা, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পুরাতন মটমুড়া গ্রামের আকাশ উদ্দিন নামের এক আদম ব্যবসায়ীর লোভনীয় ও মিথ্যা প্রলোভনে পড়ে সৌদি আরবে গিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৭ যুবক।

সৌদির আকামাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় একটি ঘরে আটক অবস্থায় রয়েছেন তারা। সারাদিনে একবার খাবার পেলেও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো মাধ্যম নেই। সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে পৃথক পৃথক ভিডিও বার্তায় তারা তাদের কষ্টের কথা জানিয়েছেন।

খোঁজখবর না পেয়ে স্বজনরাও এখন দিশেহারা। আদম ব্যবসায়ী মটমুড়া গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে আকাশ উদ্দিনের বিরুদ্ধে গাংনী থানা ও পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীদের পরিবার। শনিবার দুপুরে গাংনী থানায় এসে অভিযোগ করেন তারা।

অভিযোগে জানা গেছে, আরামদায়ক কাজ, ভালো বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার মিথ্যা প্রলোভনে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের বিদ্দুসের ছেলে লিংকন, জাহিদুল ইসলামের ছেলে সজিব, আনারুল ইসলামের ছেলে বাসারুল ইসলাম, কোদালকাটি গ্রামের সেলিম রেজার ছেলে তাইমুদ্দিন, সিন্দুরকোটা গ্রামের আজগর আলীর ছেলে শুরুজ আলি, মটমুড়া গ্রামের নাইম ও জিনারুল ইসলামসহ অনেক যুবককে সৌদি আরবে নিয়ে যান পুরাতন মটমুড়া গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে আকাশ উদ্দিন।

সিন্দুরকোটা, কোদালকাটিসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ৭ মাস আগে

প্রত্যেকের সঙ্গে সাড়ে ৫ লাখ টাকায় চুক্তি করে ৯ যুবককে সৌদি আরবে নিয়ে যান আকাশ। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাদের একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। পরে ওই যুবকদের পরিবারের কাছে আরও ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন আকাশ। সন্তানের কষ্ট দেখে প্রত্যেক পরিবার আবারও ৫০ হাজার টাকা করে দেন। সেই টাকা নিয়ে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে আসেন আকাশ।

ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর অভিযোগ, আকামাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক করে কাজে লাগানোর কথা থাকলেও সাত মাস পার হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত তাদের কোনো কাজ দেয়নি দালাল আকাশ। এখন পরিবারের সদস্যরা ছেলেদের খোঁজ নিতে আকাশের বাড়িতে গেলে তিনি তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং বিদেশে মেরে ফেলার হুমকি দেন।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, তাদের সন্তানরা এখন বিদেশের মাটিতে বোতল কুড়িয়ে বিক্রি করে জীবনযাপন করছেন। বিভিন্ন গোপন স্থান থেকে ভুক্তভোগী ৭ যুবক ভিডিও পাঠাচ্ছেন পরিবারের কাছে। দালালের লোকজন তাদের একটি ঘরে আটকে রেখে দিনে একবেলা খাবার দিচ্ছে। তারা এখন মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

সন্তানের ছবি বুকে নিয়ে কাঁদছেন মা-বাবা ও স্বজনরা। তারা নিজেদের সন্তানদের চুক্তিমতো কাজ ও ভালো বেতন নিশ্চিত করার পাশাপাশি মানব পাচারকারী আকাশ দালালের বিচার দাবি করেছেন। গত শনিবার গাংনী থানায় পৃথকভাবে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। এছাড়া মেহেরপুরের পুলিশ সুপারের কাছেও অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে আকাশ উদ্দিন বলেন, “তাদের আমি বিদেশে পাঠিয়েছি। আমি সৌদি আরবে ছিলাম, এখন বাড়িতে চলে এসেছি। তবে তারা কষ্টে নেই। চুক্তি অনুযায়ী তাদের তিন মাসের আকামা করে দিয়েছি।”

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার জানান, পাঁচজন ভুক্তভোগী থানায় এসে আকাশ নামের এক আদম ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন। ভুক্তভোগীদের আবেদনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় বলেন, বিদেশে নিয়ে যেসব যুবকদের হয়রানি করা হচ্ছে, তাদের পরিবার অভিযোগ দিলে ভুক্তভোগীদের সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় এপেক্স ক্লাব অব মেহেরপুরের ২০২৬ সালের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে সভাপতি হিসেবে জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মইনুল ইসলাম মিন্টু নির্বাচিত হন। পরে সংগঠনের সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান ডিজি-০৬ এর গভর্নর রফিকুল আলম বকুল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় সভাপতি আবু নাঈম মোঃ মাকসুদুর রহমান এপেক্স বাংলাদেশের ইতিহাস, কার্যক্রম ও সাংগঠনিক পরিচালনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এপেক্স সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে এবং সুনাগরিক গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে শিক্ষকদের সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষকদের অংশগ্রহণে সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে। পাশাপাশি সমাজের কম সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের কল্যাণে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

গাংনীতে ভিজিএফের চাল বিতরণ নিয়ে উপজেলা জামায়াতের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নে ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রমে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও সন্ত্রাসী আচরণের অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামী।

বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলা জামায়াতের কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উপজেলা জামায়াতের আমির রবিউল ইসলাম। তিনি অভিযোগ করে বলেন, ষোলটাকা ইউনিয়নের বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুনের স্বামী আবুল হোসেন কোনো

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আনোয়ার হোসেনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।

অভিযোগের বিষয়ে জামায়াতের স্থানীয় নেতাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বক্তব্য পাওয়া গেলে তা প্রকাশ করা হবে।

গাংনীতে ফের বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার, বাড়ছে আতঙ্ক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় আবারও বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। গত কয়েক মাসে জেলার বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার এমন বস্তু উদ্ধারের পর নতুন এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

আজ বুধবার সকালে গাংনী উপজেলার চর গোয়াল গ্রামে জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এ কে এম শফিকুল আলমের বড় ভাই আতিকুর রহমান হানিফের বাড়ির সামনে থেকে একটি বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আতিকুর রহমান হানিফ উপজেলার চর গোয়াল গ্রামের সদরপাড়ার বড় মসজিদপাড়া এলাকার রিয়াজ উদ্দিন মণ্ডল (ইজোদ্দি মণ্ডল) এর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে হানিফের বাড়ির মূল ফটকের সামনে একটি পলিথিন ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। পরে ব্যাগের ভেতরে লাল টেপে মোড়ানো বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট দেখতে পেয়ে তারা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তুটি ও চিরকুট উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ঘটনার

সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে।”

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় একাধিকবার বোমা সদৃশ বস্তু, চিরকুট ও রহস্যজনক প্যাকেট উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। অধিকাংশ ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ালেও তদন্ত শেষে কিছু ক্ষেত্রে বিস্ফোরক না থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। তবে ধারাবাহিক এসব ঘটনায় জনমনে উদ্বেগ বাড়ছে।